বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৭১/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৭১/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১.	মুখবন্ধ	VII
	অধ্যায়-১	
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	০৩-০৭
৩.	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	০৯
৪.	শব্দ সংক্ষেপ	১১
	অধ্যায়-২	
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ	১৫
৬.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭-২৬
	দ্বিতীয় অংশ	
৭.	পরিশিষ্টসমূহের সার-সংক্ষেপ	৩১
৮.	পরিশিষ্টসমূহ	৩৩-৫২

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ১৯/১০/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২/২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

অধ্যায় - ১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য : এই রিপোর্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একটি সেবামূলক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO-৫৯) এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ৩১ মে ওয়াপদাকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগতমান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক ও মানব সম্পদের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির বিকল্প বা নতুন উৎসের সন্ধান, উন্নয়ন ও বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা বিউবো'র একটি অন্যতম দায়িত্ব। বিউবো ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিউবো নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশপাশি Single Buyer হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে এবং ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো, আরইবি ও বিউবোর নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিক্রয় করছে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) :

নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে শিল্পের সম্প্রসারণ, শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির ৫১ নং অধ্যাদেশ বলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে বাপবি বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর "না লাভ না লোকসান" নীতির উপর ভিত্তি করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) গঠিত হয়। দেশের গ্রামীণ জনপদে 'পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম' পরিচালনা করাই বাপবিবো এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৭৮ সালে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বর্তমানে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সারা দেশের গ্রামঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড :

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	পদ সংখ্যা	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অবস্থান
১	**২**	**৩**	**৪**
১	চেয়ারম্যান	০১	১ম
২	সদস্য	০৫	২য়
৩	নিয়ন্ত্রক	০১	৩য়
৪	পরিচালক	০৭	৪র্থ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড :

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	পদ সংখ্যা	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অবস্থান
১	**২**	**৩**	**৪**
১	চেয়ারম্যান	০১	১ম
২	সদস্য	০৫	২য়
৩	নিয়ন্ত্রক	০১	৩য়
৪	পরিচালক	০৭	৪র্থ

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড :

- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অধীনস্থ অফিসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা।
- দেশের সর্ববৃহৎ ও আদর্শ বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা হিসেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিডে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সকলের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।
- অবকাঠামো এবং সম্পদের সুষ্ঠু ও ফলপ্রসু ব্যবহারের মাধ্যমে ধারাবাহিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগতমান ও দক্ষতার ক্রমাগত উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করে দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- অদক্ষ ও অধিক কার্বন নিঃসরণকারী আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত প্লান্টসমূহের উচ্চ জ্বালানি দক্ষ প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা।
- দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড :

- পল্লী এলাকায় এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালন, রূপান্তর ও বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় শিল্প স্থাপন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
- নতুন নতুন সাব-স্টেশন নির্মাণ, লাইন নির্মাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ। স্পট মিটারিং এর মাধ্যমে গ্রাহক সংযোগ দ্রুত ও সহজতর করা।
- সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং গ্রাহক হয়রানি বন্ধে সেবা সহজীকরণের জন্যই-সেবা চালুকরণ।
- বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, খেলাপি গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। বৈদ্যুতিক তার, খুঁটি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি চুরি বা বিনষ্টকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
- পল্লী এলাকায় এবং সরকার কর্তৃক নিদিষ্টকৃত অন্যান্য এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালন, রূপান্তর ও বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
১. বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন; ২. বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন; ৩. বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন; ৪. বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আওতা সম্প্রসারণ; ৫. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; ৬. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন; ৭. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন; ৮. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন; ৯. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ; ১০. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
১. বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন; ২. বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন; ৩. বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন; ৪. বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আওতা সম্প্রসারণ; ৫. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; ৬. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন; ৭. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন; ৮. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন; ৯. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ; ১০. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	**প্রতিষ্ঠানের নাম**	**বাজেট (২০১৮-২০১৯)**	**ব্যয় (২০১৮-২০১৯)**
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৪৩,০৪৬.৪৬	৪২,৮৮৮.৪৬
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২৪,৫৮,২৯৯.০১	২৩,৫৮.২৯৯.০১

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় হিসাব, ফান্ড, ভ্যাট-আইটি ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহের অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

- **অডিটের বিষয়বস্তু :** প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, বাজেট ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ক্রয় বিক্রয়, বিদ্যুতের সিস্টেম লস, ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি ।
- **অডিট কৌশল :** রিস্ক এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত উচ্চ ঝুঁকির ভাউচারসমূহ যাচাই-বাছাই, বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনা, বিভাগ বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

অডিট সময়কাল :

ক্রমিক	**প্রতিষ্ঠানের নাম**	**অডিট সময়কাল**
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	০১-১২-২০১৯ হতে ২৫-০৩-২০২০ পর্যন্ত
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	০১-১২-২০১৯ হতে ২৫-০৩-২০২০ পর্যন্ত

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ড পত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়েছে।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে কোন অডিট অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়নি।অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এই রিপোর্টে ০৬টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৩,১৪,০০,৯৪৬ (তেইশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ নয়শত ছেচল্লিশ) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.০৯%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- মন্ত্রণালয় নির্দেশিত ১০% এর অধিক সিস্টেম লস।
- ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ।
- পিপিআর, ২০০৮ লঙ্ঘন।
- আরোপিত জরিমানা কর্তন/আদায় না করেই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	সংক্ষিপ্ত শব্দ	পূর্ণ শব্দ
১	পবিস	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
২	বাপবিবোর্ড	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
৩	বাবিউবো	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
৪	BPDB	Bangladesh Power Development Board
৫	BREB	Bangladesh Rural Electrification Board
৬	DSL	Debt Service Liability
৭	LD	Liquidated Damage
৮	MOD	Monthly Operational Data
৯	PTA	Performance Target Achievement

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১.	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ৮,৫২,৩৩,২২৪ (আট কোটি বাহান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত চব্বিশ টাকা) টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৮,৫২,৩৩,২২৪/-
২.	ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩৯,৫৫,৬৬৪ (উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত চৌষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩৯,৫৫,৬৬৪/-
৩.	ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩৫,৯০,০৮৪ (পয়ত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার চুরাশি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩৫,৯০,০৮৪/-
৪.	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ১০,১৪,৮৭,০৩০ (দশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ সাতাশি হাজার ত্রিশ টাকা) টাকা ক্ষতি।	১০,১৪,৮৭,০৩০/-
৫.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) এর নির্দেশনা অনুসারে জরিমানা বাবদ ১৮,০৬,১২২ (আঠারো লক্ষ ছয় হাজার একশত বাইশ) টাকা কর্তন না করেই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।	১৮,০৬,১২২/-
৬.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৩,৫৩,২৮,৮২২ (তিন কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ আটাশ হাজার আটশত বাইশ) টাকার সুপার এনামেল কপার তার অনিয়মিতভাবে ক্রয়।	৩,৫৩,২৮,৮২২/-
	মোট =	**২৩,১৪,০০,৯৪৬/-**

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং- ০১

শিরোনাম :

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ৮,৫২,৩৩,২২৪ (আট কোটি বায়ান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত চব্বিশ টাকা) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন (১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট (২) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সিলেট ও (৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ছাতক, সুনামগঞ্জ কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ৮,৫২,৩৩,২২৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

(১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট (২) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সিলেট ও (৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ছাতক, সুনামগঞ্জ কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের বিদ্যুৎ বিল কালেকশন বিবরণী এবং বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১০% লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগসমূহে ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিস্টেম লস নির্ধারিত ১০% এর স্থলে ১১.১৮% হতে ১৭.২৯% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বর্ণিত অর্থ ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০১ (১-৩)]।

দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০৭-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮ তম বেঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিস্টেম লস ১০% এর বেশি হলে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সমন্বয়/শাখা/২৭.০৫.০৩১.০০০০.০.২৪-২০১০ (অংশ)/১১/৪১৯, তারিখ: ২১-৫-২০০৯ খ্রি. মোতাবেক ১০% এর অধিক সিস্টেম লস চুরি হিসেবে গণ্য হবে এবং এর দায় বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বহন করতে হবে।

অনিয়মের কারণ :

দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০৭-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮ তম বেঠকের সিদ্ধান্ত এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সমন্বয়/শাখা/২৭.০৫.০৩১.০০০০.০.২৪-২০১০(অংশ)/১১/৪১৯, তারিখ : ২১-৫-২০০৯ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সিস্টেম লস পূর্বের তুলনায় প্রতি বছরে কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতে সিস্টেম লস কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় আনা হবে। পিডিবি কর্তৃক নির্ধারিত হারের লক্ষ্য মাত্রার মধ্যেই সিস্টেম লস রাখা হয়েছে। সুতরাং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-১২-২০২০ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর AIR ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ১০% এর অধিক সিস্টেম লস চুরি হিসেবে গণ্য হবে এবং এর দায় বিতরণকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের বহন করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সিস্টেম লস জনিত সরকারের আর্থিক ক্ষতির জন্য জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সমজাতীয় অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম :

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩৯,৫৫,৬৬৪ (উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত চৌষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন (১) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, সিলেট বিভাগ ও (২) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, রংপুর বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩৯,৫৫,৬৬৪ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে (১) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, সিলেট বিভাগ ও (২) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, রংপুর বিভাগের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পরিশোধিত বিল ভাউচার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পদ্বয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে ২% হতে ৭.৫% হারে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০২ (১-২)]।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর স্মারক নং-অব/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১; তারিখ : ২৫-০১-২০০৭ খ্রি. অনুযায়ী এল.এ মামলার (ভূমি অধিগ্রহণ) ক্ষতিপূরণের টাকা আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ব্যয় করার কোন অবকাশ নেই। এল.এ মামলার আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় মিটানোর জন্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সরকারি বাজেট বরাদ্দই যথেষ্ট। এল.এ মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা অন্য কাজে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।

অনিয়মের কারণ :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর স্মারক নং-অব/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১; তারিখ : ২৫-০১-২০০৭ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা ক্ষতিগ্রস্থ মালিককে প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক যে চার্জ প্রদান করে থাকে তা পরিশোধ করা হয়েছে। যদি কোন অনিয়ম হয়ে থাকে তা পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-১২-২০২০ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর AIR ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ২% হতে ৭.৫% হারে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। বিষয়টি সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সরকারের আর্থিক ক্ষতিজনিত কারণে জড়িত অর্থ আদায়সহ দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমজাতীয় অনিয়মের পুনরাবৃত্তিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম :

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩৫,৯০,০৮৪ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার চুরাশি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), খিলক্ষেত, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ জমির মূল্যের সাথে ৭.৫% হতে ১০% হারে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ পরিশোধ করায় ৩৫,৯০,০৮৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩)]।

নিরীক্ষাকালে শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুতায়নের উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি/ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পরিশোধিত বিল ভাউচার ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত প্রকল্প কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে ৭.৫% হতে ১০% হারে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১; তারিখ: ২৫-০১-২০০৭ খ্রি. অনুযায়ী এল.এ মামলার (ভূমি অধিগ্রহণ) ক্ষতি পূরণের টাকা আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ব্যয় করার কোন অবকাশ নেই। এল.এ মামলার আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় মিটানোর জন্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সরকারি বাজেট বরাদ্দই যথেষ্ট। এল. এ মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা অন্য কাজে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।

অনিয়মের কারণ:

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর স্মারক নং-অব/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১; তারিখ : ২৫-০১-২০০৭ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ডিসি অফিসের চাহিদা মোতাবেক আনুষঙ্গিক ব্যয়ের উপর ৭.৫% হতে ১০% টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-১২-২০২০ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর AIR ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ হতে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ৭.৫% হতে ১০% পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করায় আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ পরিশোধিত অর্থ আদায় করে প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম :

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ১০,১৪,৮৭,০৩০ (দশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ সাতাশি হাজার ত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন (১) নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নোয়াখালী ও (২) সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিলেট কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের (৮,৮৭,৩৫,০৮৭ + ১,২৭,৫১,৯৪৩) = ১০,১৪,৮৭,০৩০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৪ (১-২)]।

নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ২০১৮-১৯, রাজস্ব আয় ও ব্যয় বিবরণী, বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথি, পরিশোধিত বিল ও ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নোয়াখালী পবিস ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পিডিবির এনার্জি অডিট মিটার থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে ৫৬,৬৬,১৫,৬৪৩ কিলোওয়াট। কিন্তু বিক্রয় দেখানো হয় ৪৯,৩৩,৬৮,০৮১ কিলোওয়াট। অর্থাৎ মোট সিস্টেম লস ৭,৩২,৪৭,৫৬২ কিলোওয়াট। অনুমোদিত সিস্টেম লস ১০% হারে ৫,৬৬,৬১,৫৬৪.৩ কিলোওয়াট। অতিরিক্ত সিস্টেম লস ১৬৫৮৫৯৯৭.৭ কিলোওয়াট। প্রতি কিলোওয়াট ৫.৩৫ টাকা হারে (১,৬৫,৮৫,৯৯৭.৭×৫.৩৫) = ৮,৮৭,৩৫,০৮৭ (আট কোটি সাতাশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতাশি) টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অন্যদিকে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সিলেট ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পিডিবির এনার্জি অডিট মিটার থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে ৪১,১৩,৪৫,২৬২ কিলোওয়াট। কিন্তু বিক্রয় দেখানো হয় ৩৬,৮০,৪৫,৭২০ কিলোওয়াট। অর্থাৎ মোট সিস্টেম লস ৪,৩২,৯৯,৫৪২ কিলোওয়াট। অনুমোদিত সিস্টেম লস ১০% হারে ৪,১১,৩৪,৫২৬.২ কিলোওয়াট। অতিরিক্ত সিস্টেম লস ২১,৬৫,০১৫.৮ কিলোওয়াট। প্রতি কিলোওয়াট ৫.৮৯ টাকা হারে (২১,৬৫,০১৫.৮×৫.৮৯) = ১,২৭,৫১,৯৪৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গত ০৭/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮তম বেঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিস্টেম লস ১০% এর বেশি হলে সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সমন্বয়/শাখা/২৭.০৫.০৩১.০০০০.০.২৪-২০১০ (অংশ)/১১/৪১৯, তারিখ : ২১-০৫-২০০৯ খ্রি. মোতাবেক ১০% এর অধিক সিস্টেম লস চুরি হিসাবে গণ্য হবে এবং এর দায় বিতরণ কর্মকর্তাদের বহন করতে হবে।

অনিয়মের কারণ :

দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০৭-০৬-২০১৫ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮তম বেঠকের সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করা। তাছাড়া বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সমন্বয়/ শাখা/২৭.০৫.০৩১.০০০০.০.২৪-২০১০(অংশ)/১১/৪১৯, তারিখ : ২১-০৫-২০০৯ খ্রি: এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নোয়াখালী : অত্র পবিসের আওতায় বিতরণ লাইনের পরিমাণ প্রায় ১২,৫০০ কিমি.। সে কারণে সিস্টেম লস বেশি। বাপবিবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সিস্টেম লসের টার্গেট অর্জিত হয়েছে। সিস্টেম লস প্রতি অর্থবছরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সিলেট : বাপবিবোর্ডের PTA চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট টার্গেট অর্জন করা হয়েছে।

উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-১২-২০২০ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর AIR ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কেননা সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী ১০% এর অধিক সিস্টেম লস চুরি হিসেবে গণ্য হবে এবং এই দায় বিতরণকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের বহন করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সরকারের আর্থিক ক্ষতির জন্য আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে জরিমানা বাবদ ১৮,০৬,১২২ (আঠারো লক্ষ ছয় হাজার একশত বাইশ) টাকা কর্তন না করেই অনিয়মিতভাবে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উক্ত কার্যালয়ে পাওয়ার ট্রান্সফরমার ক্রয় কাজে গঠিত কমিটির সন্তোষজনক মতামত না পাওয়া সত্ত্বেও এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা অনুসারে জরিমানা বাবদ ১৮,০৬,১২২ টাকা কর্তন ছাড়াই চূড়ান্ত বিল বাবদ ১,১৮,৭২,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উক্ত কার্যালয়ের পরিশোধিত বিল ভাউচার, প্রাক্কলন ও সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরিদর্শন ও টেস্টিং পরিদপ্তরের ০৪ টি স্মারকের (পরিশিষ্টে বর্ণিত) নির্দেশনা মোতাবেক STD এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস ক্লজ-৩৪ অনুযায়ী গ্যারান্টেড নো-লোড লসের চেয়ে পরিমাপকৃত নো-লোড লস বেশি পাওয়ায় অতিরিক্ত নো-লোড লসের জন্য জরিমানা বাবদ বর্ণিত টাকা সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করার নির্দেশনা থাকলেও উক্ত টাকা কর্তন ছাড়াই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া, একই স্মারকে প্যাকিং সংক্রান্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা) এর সন্তোষজনক মতামত না পাওয়া পর্যন্ত চুক্তির অবশিষ্ট ১০% অর্থ পরিশোধ না করার কথা বলা হলেও তা অমান্য করেই অবশিষ্ট ১০% অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৫]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরিদর্শন ও টেস্টিং পরিদপ্তরের স্মারক নং- ২৩৫১, তারিখ : ১২-০৩-২০১৮ খ্রি., স্মারক নং- ২৪৭৭, তারিখ : ০২-০৪-২০১৮ খ্রি., স্মারক নং- ২৫৪৬, তারিখ : ১২-০৪-২০১৮ খ্রি. ও স্মারক নং- ২৫৯১, তারিখ : ১৯-০৪-২০১৮ খ্রি. এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

নথিপত্র যাচাই করে জবাব প্রদান করা হবে।

উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-১২-২০২০ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর AIR ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরিদর্শন ও টেস্টিং পরিদপ্তরের নির্দেশনা অমান্য করে জরিমানা আদায় ছাড়াই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়াও, প্যাকিং সংক্রান্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা) এর সন্তোষজনক মতামত না পাওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অবশিষ্ট ১০% অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা অনুসারে জরিমানা বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। এছাড়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা) এর সন্তোষজনক মতামত না পাওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অবশিষ্ট ১০% অর্থ পরিশোধ করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৩,৫৩,২৮,৮২২ (তিন কোটি তেপান্ন লক্ষ আটাশ হাজার আটশত বাইশ) টাকার সুপার এনামেল কপার তার অনিয়মিতভাবে ক্রয়।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীন ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা ও নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ ও ২, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উক্ত কার্যালয়সমূহে ট্রান্সফরমার মেরামত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুপার এনামেল কপার তার পিপিআর, ২০০৮ লঙ্ঘন করে OTM এর পরিবর্তে DPM পদ্ধতিতে ক্রয় করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে ৩,৫৩,২৮,৮২২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

[বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ০৬ (১-৩)]।

নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের প্রাক্কলন, কার্যাদেশ, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত বিল/ভাউচার ও দরপত্র দলিল সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সাভার, ঢাকা, নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ ও ২, নরসিংদী কার্যালয়ে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৬১ ও বিধি-৭৪ মোতাবেক OTM পদ্ধতি পরিহার করে DPM পদ্ধতিতে ক্রয় দেখিয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে (১,১৮,৪৮,৭২৩+৮৭,১৮,২৭৩+ ১,৪৭,৬১,৮২৬) = ৩,৫৩,২৮৮,২২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬ (১-৩)]।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২২-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৪১ মোতাবেক বোর্ডের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাজী ওয়্যারস এর চেয়ে উন্নততর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং যথাযথ প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর/২০১৬ এর মধ্যে প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক পৃথক পৃথক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করতে বলা হয়েছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৩২৪ অনুযায়ী মোট পণ্য/মালামালের ১০% এর বেশি ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হলেও উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রতি বছর গাজী ওয়্যারস লি. হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ভান্ডারের বাস্তব প্রতিবেদন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহ নেয়ার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ থেকে বোর্ড বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রাক্কলন প্রস্তুত করার পূর্বে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দর সংগ্রহ না করে শুধু মাত্র গাজী ওয়্যারস লিমিটেড হতে একক দর সংগ্রহ করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত প্রাক্কলিত মূল্যেই মালামাল গ্রহণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬১ ও বিধি-৭৪, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০৩০.৭১. ০২১.১৬. ৪১, তারিখ : ২২-০৯-২০১৬ খ্রি. এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৭২.০০৭.০৪২. ২০১৭.৩২৪, তারিখ: ০২-০৭-২০১৭ খ্রি. এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ভান্ডারে মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সরকারি প্রতিষ্ঠান গাজী ওয়্যারস লি. হতে সুপার এনামেল কপার তার সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরবরাহ নেয়া হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৮/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর AIR ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

মন্ত্রণালয় এবং বাপবিবোর্ড এর নির্দেশনার পরিপন্থিভাবে গাজী ওয়্যারস লি. হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সুপার এনামেল কপার তার ক্রয় করায় প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ থেকে বোর্ড বঞ্চিত হচ্ছে। জবাবে চাহিদার ভিত্তিতে সুপার এনামেল কপার তার সরবরাহের কথা বলা হলেও চাহিদাপত্রগুলো অদ্যাবধি (৩১-০৮-২০২০ খ্রি.) পর্যন্ত অডিটকে সরবরাহ করা হয়নি এমনকি প্রদত্ত জবাবের সাথেও সংযুক্ত করা হয়নি। ভান্ডারের মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং চাহিদা ছাড়াই ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে সুপার এনামেল কপার তার ক্রয়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখ : ১২/১০/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৬/০১/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

(মো: শহিদুর রহমান চৌধুরী)
মহাপরিচালক
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮০২৪৮৩১৭৭৬৯।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টসমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নং	অনুচ্ছেদের শিরোনাম	পরিশিষ্ট নং	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নং
১	১	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ৮,৫২,৩৩,২২৪ (আট কোটি বাহান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত চব্বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।	১	৮,৫২,৩৩,২২৪/-	২৩
২	২	ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩৯,৫৫,৬৬৪ (উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত চৌষট্টি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২	৩৯,৫৫,৬৬৪/-	২৭
৩	৩	ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ৩৫,৯০,০৮৪ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার চুরাশি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩	৩৫,৯০,০৮৪/-	৩১
৪	৪	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ১০,১৪,৮৭,০৩০ (দশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ সাতাশি হাজার ত্রিশ) টাকা ক্ষতি।	৪	১০,১৪,৮৭,০৩০/-	৩২
৫	৫	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) এর নির্দেশনা অনুসারে জরিমানা বাবদ ১৮,০৬,১২২ (আঠারো লক্ষ ছয় হাজার একশত বাইশ) টাকা কর্তন/আদায় ছাড়াই চূড়ান্ত বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৫	১৮,০৬,১২২/-	৩৫
৬	৬	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৩,৫৩,২৮,৮২২ (তিন কোটি তেপান্ন লক্ষ আটাশ হাজার আটশত বাইশ) টাকার সুপার এনামেল কপার তার অনিয়মিতভাবে ক্রয়।	৬	৩,৫৩,২৮,৮২২/-	৩৬
			সর্বমোট=	**২৩,১৪,০০,৯৪৬/-**	

বিস্তারিত পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট : ০১(১-৩)

অনুচ্ছেদ-০১

সারসংক্ষেপ

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নম্বর	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত টাকা
১	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, সিলেট	২,৫৪,৪৮,৭৩৪/-
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সিলেট	৫,৫৪,৭০,৬৬০/-
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ছাতক, সুনামগঞ্জ, সিলেট	৪৩,১৩,৮৩০/-
	মোট=	**৮,৫২,৩৩,২২৪/-**

পরিশিষ্ট : ০১(১)
অনুচ্ছেদ-০১

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৩, বিউবো, সিলেট।

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	সময়কাল	আমদানি/ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	বিক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসকৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসের শতকরা হার	অতিরিক্ত সিস্টেম লস	অনুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	অননুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের মূল্য	সরকারের রাজস্ব ক্ষতির টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫(৩-৪)	৬	৭	৮(৩*১০%)	৯(৫-৮)	১০	১১	১২
০১.	৭/১৮-৬/১৯	৯,০১,৪৪,৭০০	৮,০০,৬২,১০০	১,০০,৮২,৬০০	১১.১৮%	১.১৮%	৯০,১৪,৪৭০	১০,৬৮,১৩০	৭.৩৪	৭৮,৪০,০৭৪	
০২.	৭/১৭-৬/১৮	৮,৪৭,১০,০০০	৭,৩৮,৪০,০০০	১,০৮,৭০,০০০	১২.৮৩%	২.৮৩%	৮৪,৭১,০০০	২৩,৯৯,০০০	৭.৩৪	১,৭৬,০৮,৬৬০	
									মোট =	২,৫৪,৪৮,৭৩৪/-	

নোট: প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য Monthly Operational Data (MOD) এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট : ০১(২)
অনুচ্ছেদ-০১

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, সিলেট।

অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৭-২০১৮।

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ক্ষতির বিবরণী :

ক্র: নং	ইউনিটের নাম	সময়কাল	আমদানি/ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	বিক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসকৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসের শতকরা হার	অতিরিক্ত সিস্টেম লস	অনুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	অননুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের মূল্য	সরকারের রাজস্ব ক্ষতির টাকার পরিমাণ(টাকা)	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৩*১০%)	৯(৫-৮)	১০	১১	১২
০১.	জগন্নাথপুর ইউনিট, জৈন্তাপুর	২০১৮-১৯	২,৮৩,২০,০০০	২,৪৬,৪০,০০০	৩৬,৮০,০০০	১৭.২৯%	৭.২৯%	৫৯,২৮,০০০	৪৩,২২,০০০	৭.১৪ গড়ে	৩,০৮,৫৯,০৮০	
		২০১৮-১৯	৩,০৯,৬০,০০০	২,৪৩,৯০,০০০	৬৫,৭০,০০০							
		মোট =	৫,৯২,৮০,০০০	৪,৯০,৩০,০০০	১,০২,৫০,০০০							
০২.	জগন্নাথপুর ইউনিট, জৈন্তাপুর	২০১৭-১৮	২,৭৬,৬০,০০০	২৩,৩২,০০০	৪৩,৪০,০০০	১৬.১৯%	৬.১৯%	৫৫,৭৩,০০০	৩৪,৪৭,০০০	৭.১৪ গড়ে	২,৪৬,১১,৫৮০	
		২০১৭-১৮	২,৮০,৭০,০০০	২৩,৩৯,০০০	৪৬,৮০,০০০							
		মোট =	৫,৫৭,৩০,০০০	৪,৬৭,১০,০০০	৯০,২০,০০০							
										মোট =	**৫,৫৪,৭০,৬৬০/-**	

নোট : প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য Monthly Operational Data (MOD) এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট : ০১(৩)
অনুচ্ছেদ- ০১

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ছাতক, সুনামগঞ্জ, সিলেট

অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	সময়কাল	আমদানি/ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	বিক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসকৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসের শতকরা হার	অতিরিক্ত সিস্টেম লস	অনুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	অননুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের মূল্য	সরকারের রাজস্ব ক্ষতির টাকার পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৩*১০%)	৯(৫-৮)	১০	১১	১২
০১.	৭/১৮-৬/১৯	৪,৬৭,৬৯,৫৩০	৪,১৪,৪৬,৭৯৪	৫৩,২২,৭৩৬	১১.৩৮%	১.৩৮%	৪,৬৭,৬৯,৫৩	৬,৪৫,৭৮৩	৬.৬৮	৪৩,১৩,৮৩০	
									মোট =	**৪৩,১৩,৮৩০/-**	

নোট : প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য Monthly Operational Data (MOD) এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	নিরীক্ষিত কার্যালয়ের নাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১।	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, সিলেট বিভাগ।	৩,১৭,৪৮০/-
২।	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, রংপুর বিভাগ।	৩৬,৩৮,১৮৪/-
	মোট =	**৩৯,৫৫,৬৬৪/-**

পরিশিষ্ট : ০২ (১)
অনুচ্ছেদ- ০২

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, সিলেট বিভাগ কার্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছর পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপর আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধের বিবরণী :

ক্র. ন.	জমির অবস্থান	বাজার মূল্য	বাজার মূল্যের উপর শতকরা ২০০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ	গাছ ও অবকাঠামোর মূল্য	গাছ ও অবকাঠামোর মূল্য অতিরিক্ত ১০০% হারে	মোট	আনুষঙ্গিক খরচ (২% হারে)	সর্বমোট খরচ	মন্তব্য
১	২	৩	৪ (৩*%)	৫	৬ (৫*%)	৭(৩+৪+৫+৬)	৮ (৭*%)	৯(৭+৮)	১০
১।	সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন গোটাটিকর মৌজায় ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ। এল.এ মামলা নং-১৪/২০১৭-২০১৮ খ্রি.।	৫২,৬৪,১৮৫/-	১,০৫,২৮,৩৭০/-	৪০,৭১৬/-	৪০,৭১৬/-	১,৫৮,৭৩,৯৮৭/-	৩,১৭,৪৮০/-	১,৬১,৯১,৪৬৬/-	
	আনুষঙ্গিক বাবদ মোট খরচ =						৩,১৭,৪৮০/-		

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, বিউবো, রংপুর বিভাগ কাযালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপর আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধের বিবরণী :

ক্রমিক নং	জমির অবস্থান	বাজার মূল্য	গাছ ও অবকাঠামোর মূল্য	অন্যান্য মূল্য (ফসলের মূল্য)	মোট বাজার মূল্য	বাজার মূল্যের উপর অতিরিক্ত মূল্য	মোট মূল্য	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বমোট খরচ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬(৩+৪+৫)	৭(৬*%)	৮(৬+৭)	৯(৮*%)	১০(৮+৯)	১১
১।	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলাধীন বড় খাতা মৌজায় ০.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধ। এলএ কেইস নং-০৭/২০১৬-১৭ খ্রি.।	৯,৭১,৬৭৩/-	৫১৬/-	২৬,৯১৬/-	৯,৯৯,১০৬/-	৪,৯৯,৫৫৩/- (৫০% হার)	১৪,৯৮,৬৫৯/-	২৯,৯৭৩/- (২% হারে)	১৫,২৮,৬৩২/-	
২।	নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলাধীন বামুনিয়া মৌজায় ১.০০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধ। এলএ কেইস নং-০৬/২০১৬-১৭ খ্রি.।	৪২,৩৩,৯০০/-	-	-	৪২,৩৩,৯০০/-	২১,১৬,১৫০/- (৫০% হার)	৬৩,৫০,৮৫০/-	৪,৭৬,৩১৪/- (৭.৫%হারে)	৬৮,১৭,১৬৪/-	
৩।	নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলাধীন পুটিমারী মৌজায় ১.০০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধ। এলএ কেইস নং-০৫/২০১৬-১৭ খ্রি.।	৭৩,২৩,৯০০/-	৮,১৪,০৯৮/-	-	৮১,৩৭,৯৯৮/-	০,৬৮,৯৯৯/- (৫০% হার)	১,২২,০৬,৯৯৭/-	৯,১৫,৫২৫/- (৭.৫%হারে)	১,৩১,২২,৫২২/-	

ক্রমিক নং	জমির অবস্থান	বাজার মূল্য	গাছ ও অবকাঠামোর মূল্য	অন্যান্য মূল্য (ফসলের মূল্য)	মোট বাজার মূল্য	বাজার মূল্যের উপর অতিরিক্ত মূল্য	মোট মূল্য	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বমোট খরচ	মন্তব্য
৪।	নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলাধীন মাথাঙ্গা মৌজায় ০.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধ। এলএ কেইস নং- ১২/২০১৬-১৭ খ্রি.।	১৮,৭৫,২৫০/-	-	-	১৮,৭৫,৩৫০/-	৯,৩৭,৬৭৫/- (৫০% হার)	২৮,১৩,০২৫/-	২,১০,৯৭৭/- (৭.৫%হারে)	৩০,২৪,০০২/-	
৫।	রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ধাপ মৌজায় ০.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধ। এলএ কেইস নং- ১১/২০১৬-১৭ খ্রি.।	৩,৩৪,২৩,২৫৬/-	-	-	৩,৩৪,২৩,২৫৬/-	৬,৬৮,৪৬,৫১২/- (২০০% হার)	১০,০২,৬৯,৭৬৮/-	২০,০৫,৩৯৫/- (২% হারে)	৫,১১,৩৭,৫৮২/-	
	আনুষঙ্গিক বাবদ মোট খরচ =							**৩৬,৩৮,১৮৪/-**		

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ- ০৩

শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ-RRKB), নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা

ভূমি অধিগ্রহণে জমির মূল্যের সাথে ৭.৫% হারে ১০% আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক	জমির পরিমাণ/একর প্রতি মূল্য	জমির মূল্য	গাছপালাসহ অন্যান্য মূল্য (১০০%)	বাজার মূল্যের উপর ২০০% মূল্যসহ অতিরিক্ত মূল্য	গাছপালাসহ অন্যান্য মূল্য (১০০%)	আনুষঙ্গিক ভিত্তিক ব্যয় (৬*%)	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বমোট মূল্য	পরিশোধিত জেলার নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬(৩+৪+৫)	৭	৮	৯(৬+৮)	১০	১১
১.	০.৪০ ২৪,০০,৪৩০	৯,৬০,৬৭২	২৯,৫৫০	১৯,২১,৩৪৪	২৯,১১,৫৬৬	৭.৫%	২,১৮,৩৬৭	৩১,২৯,৯৩৩	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	
২.	০.৪০ ৪০,০০,০০০	১৬,০০,০০০	১৬,৭৪৪	৩২,০০,০০০	৪৮,১৬,৭৪৪	৭.৫%	৩,৬১,২৫৫	৫১,৭৭,৯৯৯	জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	
৩.	০.৪০ ১৭,০১,০৫৩	৬,৮০,৪২১	-	১৩,৬০,৮৪২	২০,৪১,২৬৩	৭.৫%	১,৫৩,০৯৪	২১,৯৪,৩৫৮	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	
৪.	০.৪০ ৮৮,২৬,৫৪০	৩৫,৩০,৬১৬	-	৭০,৬১,২৩২	১,০৫,৯১,৮৪৮	৭.৫%	৭,৯৪,৩৮৮	১,১৩,৮৬,২৩৬	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	
৫.	০.৪০ ৭৯,৫৬,২৩২	৩১,৮২,৪৯৩	-	৬৩,৬৪,৯৮৬	৯৫,৪৭,৪৭৯	২%	১,৯০,৯৪৯	৯৭,৩৮,৪২৮	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	
৬.	০.৪০ ৮,৪৮,৪১০	৩,৩৯,৩৬৪	-	৬,৭৮,৭২৮	১০,১৮,০৯২	১০%	১,০১,৮০৯	১১,১৯,৯০১	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	

ক্রমিক	জমির পরিমাণ/একর প্রতি মূল্য	জমির মূল্য	গাছপালাসহ অন্যান্য মূল্য (১০০%)	বাজার মূল্যের উপর ২০০% মূল্যসহ অতিরিক্ত মূল্য	গাছপালাসহ অন্যান্য মূল্য (১০০%)	আনুষঙ্গিক ভিত্তিক ব্যয় (৬*%)	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বমোট মূল্য	পরিশোধিত জেলার নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬(৩+৪+৫)	৭	৮	৯(৬+৮)	১০	১১
৭.	০.৪০ ১৫,১৪,৫৭০	৬,০৫,৮২৮	-	১২,১১,৬৪৬	১৮,১৭,৪৮৪	১০%	১,৮১,৭৪৮	১৯,৯৯,২৩২	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	
৮.	০.৪০ ৮৫,১৭,২৮০	৩৪,০৬,৯১২	১৮,৭৬৮	৬৮,১৩,৮২৪	১,০২,৩৯,৫০৪	৭.৫%	৭,৬৭,৯৬২	১,১০,০৭,৪৬৬	জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	
৯.	০.৪০ ১৫,৫০,৭১৮	৬,২০,২৮৭	-	১২,৪০,৫৭৪	১৮,৬০,৮৬২	১০%	১,৮৬,০৮৬	২০,৪৬,৯৪৮	জেলা প্রশাসক, নাটোর	
১০.	০.৪০ ১৩ ,৬৮৬	৫ ,৪৭ ,৪৪০	-	১০,৯৪,৮৮০	১৬,৪২,৩২০	১০%	১,৬৪,২৩২	১৮,০৬,৫৫২	জেলা প্রশাসক, মাগুরা	
১১.	০.৪০ ৭,৬২,১৮২	৩,০৪,৮৭২	-	৬,০৯,৭৪৫	৯,১৪,৬১৮	১০%	৯১,৪৬১	১০,০৬,০৮০	জেলা প্রশাসক, বগুড়া	
১২.	০.৪০ ১১,৪৪,৮০০	৪,৫৭,৯২০	১৬,৪০০	৯,১৫,৮৪০	১৩,৯০,১৬০	১০%	১,৩৯,০১৬	১৫,২৯,১৭৬	জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
১৩.	০.৪০ ১১,১৬,৮০৬	৪,৪৬,৭২২	-	৮,৯৩,৪৪৪	১৩,৪০,১৬৭	১০%	১,৩৪,০১৬	১৭,৭৪,১৮৩	জেলা প্রশাসক, রংপুর	
১৪.	০.৪০ ৪৪,০৪,২৩৭	১৭,৬১,৬৯৪	-	৩৫,২৩,৩৮৯	৫২,৮৫,০৮৪	২%	১,০৫,৭০১	৫৩,৯০,৭৮৬	জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা	
						মোট =	**৩৫,৯০,০৮৪/-**			

পরিশিষ্ট : ০৪ (১-২)
অনুচ্ছেদ- ০৪

সারসংক্ষেপ

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত টাকা
১	নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নোয়াখালী	৮,৮৭,৩৫,০৮৭/-
২	সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সিলেট	১,২৭,৫১,৯৪৩/-
	মোট =	**১০,১৪,৮৭,০৩০/-**

নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নোয়াখালী

নির্ধারিত রক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	সময়কাল	ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	বিক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসকৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসের শতকরা হার(%)	অতিরিক্ত সিস্টেম লস(%)	অনুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	অননুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের মূল্য	সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ(টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৩*১০%)	৯(৫-৮)	১০	১১(৯*১০)	১২
১	২০১৮-১৯	৫৬,৬৬,১৫,৬৪৩	৪৯,৩৩,৬৮,০৮১	৭,৩২,৪৭,৫৬২	১২.৯৩	২.৯৩%	৫,৬৬,৬১,৫৬৪.৩	১,৬৫,৮৫,৯৯৭.৭	৫.৩৫ টাকা (গড়ে)	৮,৮৭,৩৫,০৮৭	
									মোট =	৮,৮৭,৩৫,০৮৭/-	

নোট : প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য Monthly Operational Data (MOD) এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট : ০৪(২)
অনুচ্ছেদ- ০৪

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সিলেট

অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সরকারের ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	সময়কাল	আমদানি/ক্রয়কৃত বিদ্যুত (কিলোওয়াট)	বিক্রয়কৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসকৃত বিদ্যুৎ (কিলোওয়াট)	সিস্টেম লসের শতকরা হার	অতিরিক্ত সিস্টেম লস(%)	অনুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	অননুমোদিত সিস্টেম লসকৃত ইউনিট	প্রতি ইউনিটে বিদ্যুতের মূল্য	সরকারের রাজস্ব ক্ষতির টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৩*১০%)	৯(৫-৮)	১০	১১	১২
১.	৭/১৮-৬/১৯	৪১,১৩,৪৫,২৬২	৩৬,৮০,৪৫,৭২০	৪,৩২,৯৯,৫৪২	১০.৫২%	০.৫২%	৪,১১,৩৪,৫২৬.২	২১,৬৫,০১৫.৮	৫.৮৯	১,২৭,৫১,৯৪৩	
									মোট =	**১,২৭,৫১,৯৪৩/-**	

নোট: প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য Monthly Operational Data (MOD) এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট : ০৫

অনুচ্ছেদ- ০৫

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, ঢাকা কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পাওয়ার ট্রান্সফরমার ক্রয় কাজে সন্তোষজনক মতামত না পাওয়া সত্ত্বেও এবং জরিমানা বাবদ অর্থ কর্তন ছাড়াই চূড়ান্ত বিল পরিশোধের বিবরণী :

ক্রমিক নং	কাজের নাম ও সরবরাহকারীর নাম	পরিশোধিত টাকা	জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য অর্থের বিবরণ	আদায়যোগ্য জরিমানা	মন্তব্য
১।	সাব প্যাকেজ নং-0 M-004 এর আওতায় ১০ (দশ) টি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার সরবরাহ কাজ। সরবরাহকারীর নাম : টি এস ট্রান্সফরমার্স লিমিটেড।	১,১৮,৭২,০০০/-	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরিদর্শন ও টেস্টিং পরিদপ্তরের স্মারক নং- ২৩৫১, তারিখ : ১২-০৩-২০১৮ খ্রি. এর নির্দেশনা মোতাবেক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন Clause-34 অনুযায়ী গ্যারান্টেড নো-লোড লসের চেয়ে পরিমাপকৃত নো-লোড লস বেশি পাওয়ায় অতিরিক্ত নো-লোড লসের জন্য জরিমানা বাবদ ১২,৬৭৬.০৭ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ = ৯,৮৮,৭৩৩/- টাকা সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করতে হবে। অথচ উক্ত টাকা কর্তন ছাড়াই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।	৯,৮৮,৭৩৩/-	এছাড়াও, একই স্মারকে প্যাকিং সংক্রান্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা) এর সন্তোষজনক মতামত না পাওয়া পয©ন্ত চুক্তির অবশিষ্ট ১০% অর্থ অবমুক্ত না করার কথা বলা হলেও তা অমান্য করেই অবশিষ্ট ১০% অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
			ঐ পরিদপ্তরের স্মারক নং- ২৪৭৭, তারিখ : ০২-০৪-২০১৮ খ্রি. এর নির্দেশনা মোতাবেক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন Clause-34 অনুযায়ী গ্যারান্টেড নো-লোড লসের চেয়ে পরিমাপকৃত নো-লোড লস্ বেশি পাওয়ায় অতিরিক্ত নো-লোড লসের জন্য জরিমানা বাবদ ২,১৫৬.৫২ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ = ১,৬৮,২০৯/- টাকা সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করতে হবে। অথচ উক্ত টাকা কর্তন ছাড়াই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।	১,৬৮,২০৯/-	
			ঐ পরিদপ্তরের স্মারক নং- ২৫৪৬, তারিখ : ১২-০৪-২০১৮ খ্রি. এর নির্দেশনা মোতাবেক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন Clause-34 অনুযায়ী গ্যারান্টেড নো-লোড লসের চেয়ে পরিমাপকৃত নো-লোড লস বেশি পাওয়ায় অতিরিক্ত নো-লোড লসের জন্য জরিমানা বাবদ ৫,৫২১.৫২ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ = ৪,৩০,৬৭৯/- টাকা সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করতে হবে। অথচ উক্ত টাকা কর্তন ছাড়াই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।	৪,৩০,৬৭৯/-	
			ঐ পরিদপ্তরের স্মারক নং- ২৫৯১, তারিখ : ১৯-০৪-২০১৮ খ্রি. এর নির্দেশনা মোতাবেক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন Clause-34 অনুযায়ী গ্যারান্টেড নো-লোড লসের চেয়ে পরিমাপকৃত নো-লোড লস্ বেশি পাওয়ায় অতিরিক্ত নো-লোড লসের জন্য জরিমানা বাবদ ২,৮০১.৩০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ = ২,১৮,৫০১/- টাকা সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করতে হবে। অথচ উক্ত টাকা কর্তন ছাড়াই চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।	২,১৮,৫০১/-	
	জরিমানা বাবদ আদায়যোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ=			১৮,০৬,১২২/-	

পরিশিষ্ট : ০৬ (১-৩)
অনুচ্ছেদ- ০৬

সারসংক্ষেপ

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে ট্রান্সফরমার মেরামত কাজে কপারের তার DPM ক্রয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত টাকা
১	ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা	১,১৮,৪৮,৭২৩/-
২	নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মাধবদী, নরসিংদী	৮৭,১৮,২৭৩/-
৩	নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, নরসিংদী	১,৪৭,৬১,৮২২/-
	মোট=	**৩,৫৩,২৮,৮২২/-**

পরিশিষ্ট : ০৬ (১)
অনুচ্ছেদ- ০৬

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, পলাশবাড়ী, সাভার, ঢাকা
অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে ট্রান্সফরমার মেরামত কাজে কপারের তার DPM ক্রয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশ তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত অর্থ	ভাউচার নং ও তারিখ	মন্তব্য
০১.	সুপার এনামেল কপার, তার সরবরাহ কাজ।	গাজী ওয়্যারস লি., বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।	৮৩৪ ৫/২/১৯	২৯,৫২,৪৫৭	২৯,৫২,৪৫৭	২৯,৫২,৪৫৭	১৪০ ১৪/৩/১৯	
০২.	ঐ	ঐ	১৫৪১ ৯/৫/১৯	২৯,৩৪,০১৩	২৯,৩৪,০১৩	২৯,৩৪,০১৩	১৪৩ ২৪/৩/১৯	
০৩.	ঐ	ঐ	৩৩৮০ ২৪/৫/১৯	২৯,৭৯,৫৭২	২৯,৭৯,৫৭২	২৯,৭৯,৫৭২	৭৬ ১৬/৬/১৯	
০৪.	ঐ	ঐ	৩২৯৫ ১০/৭/১৮	২৯,৮২,৬৮১	২৯,৮২,৬৮১	২৯,৮২,৬৮১	১৩৩ ২৯/১১/১৮	
					সর্বমোট=	**১,১৮,৪৮,৭২৩/-**		

পরিশিষ্ট : ০৬ (২)
অনুচ্ছেদ- ০৬

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, মাধবদী, নরসিংদী
অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে ট্রান্সফরমার মেরামত কাজে কপারের তার DPM পদ্ধতিতে ক্রয় করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণী :

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত টাকা	ভাউচার নং ও তারিখ	মন্তব্য
০১.	সুপার এনামেল তামার তার/ হার্ডড্রেন বেয়ার তামার তার।	গাজী ওয়্যারস লিমিটেড, ৯৫-৯৬ বায়তুল মোকারম, ঢাকা।	১০১৬ ২৫/২/১৯	২৯,৪৭,৫০৩	২৯,৪৭,৫০৩	২৯,৪৭,৫০৩	১৪৯ ২৩/০২/১৯	
০২.	ঐ	ঐ	৩৭৫৪ ১১/৮/১৮	২৯,৭৩,৭২৪	২৯,৭৩,৭২৪	২৯,৭৩,৭২৪	৬২ ১৫/৯/১৮	
০৩.	ঐ	ঐ	২৩০৮ ৯/৫/১৯	২৭,৯৭,০৪৬	২৭,৯৭,০৪৬	২৭,৯৭,০৪৬	৫৪ ১৩/৫/১৯	
					মোট =	**৮৭,১৮,২৭৩/-**		

পরিশিষ্ট : ০৬(৩)
অনুচ্ছেদ- ০৬

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, নরসিংদী
অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে ট্রান্সফরমার মেরামত কাজে কপারের তার DPM পদ্ধতিতে ক্রয় করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণী :

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত টাকা	ভাউচার নং ও তারিখ	মন্তব্য
১.	সুপার এনামেল কপার তার।	গাজী ওয়্যারস লি:	১০১৬ ২৫/২/১৯	২৯,৯৫,৮২৭/-	২৯,৯৫,৮২৭/-	২৯,৯৫,৮২৭/-	৫৪ ১৩/১১/১৮	
২.	-ঐ-	-ঐ-	৩৭৫৪ ১১/৮/১৮	২৯,৯৯,৬৯২/-	২৯,৯৯,৬৯২/-	২৯,৯৯,৬৯২/-	৯৭ ২৪/২/১৯	
৩.	-ঐ-	ঐ	২৩০৮ ৯/৫/১৯	২৭,৬৬,৮৫৬/-	২৭,৬৬,৮৫৬/-	২৭,৬৬,৮৫৬/-	২৫০ ৩০/৬/১৯	
৪.	-ঐ-	ঐ		২৯,৯৯,৬৯২/-	২৯,৯৯,৬৯২/-/-	২৯,৯৯,৬৯২/-	১০২ ২৫/৬/১৯	
৫.	-ঐ-	ঐ		২৯,৯৯,৭৫৯/-	২৯,৯৯,৭৫৯/-	২৯,৯৯,৭৫৯/-	৯৩ ১২/৯/১৮	
					সর্বমোট =	**১,৪৭,৬১,৮২৬/-**		

তারিখ : ২৮/১০/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৬/০১/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

(মো: শহিদুর রহমান চৌধুরী)
মহাপরিচালক
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮০২৪৮৩১৭৭৬৯।

বাঃসঃমুঃ-২০২১-২২/৩৮৫৭এ (১১)—৬৬৫ বই, ২০২১খ্রি.।